দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

শিক্ষক ও আমাদের আইন শিক্ষা

শাহিনুল আলম

সমাজ সংগঠনের মধ্যে বিদ্যালয় অন্যতম সামাজিক সংগঠন। বিদ্যালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয়ের সাথে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক শিক্ষকের। মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা যেমন মুখ্য তেমনি এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদান রাখছেন শিক্ষকরাই। শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষকরা সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। বিদ্যালয় সংগঠন পরিচালনায় শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মোকাবিলা করতে হয় নানা সমস্যার। ইদানীং বিদ্যালয় শিক্ষকগণ বেশি সমস্যায় পড়েন আইনী বিষয়ে—যা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় খবর বা চিঠিপত্র আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষকগণ আইন বিষয়ে ধারণা রাখেন খুবই কম। তাই এই সমস্যায় পড়ে হিমশিম খান, অপবাদ আসে অদক্ষতার কারণে। মূলত মাধ্যমিক স্তরে এর প্রভাব বেশি, অথচ শিক্ষার মান উন্নয়নে, যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয় প্রভাবশালী সমাজসেবক দ্বারা। তাঁরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে, এই মহত কাজ করে থাকেন। এই পরিচালকদের মনোসন্তুষ্টির জন্য অনেক সময় অবৈধ কাজ হাতে নিতে হয় শিক্ষকদের, যেহেতু শিক্ষকরা দুর্বল, আদর্শের দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। সমাজ গবেষণায় দেখা যায়, আধিপত্য বিস্তার করতে গেলেই দু'টি পক্ষের আবির্ভাব, সামাজিক দ্বন্দ্ব, অভিযোগ-আপত্তি সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে সংঘাত সৃষ্টি হয়, প্রতিপক্ষকে দমন করতে করা হয় মামলা মোকদ্দমা। বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা যায় প্রচুর। এছাড়া কারণে-অকারণে পরাজিত পক্ষ আদালতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করে, তাদের সুনামে আঘাত হানে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬০% বিভিন্ন মামলার সাথে জড়িত, যেগুলোর অধিকাংশই গ্রামে অবস্থিত।

এসব মামলার বিষয়ে যে জরিপ হয়, তার কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি। কুষ্টিয়া শহরের চাঁদ সুলতানা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ৮টি মামলা, কুষ্টিয়া হাই স্কুল ৫টি মামলা, নড়াইল জেলার মিরাপাড়া হাই স্কুল ৩টি মামলা, হবিগঞ্জ পিটিআই ২টি মামলা, যশোর মনিরামপুর হাই স্কুল ১টি মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা টিটি কলেজে প্রশিক্ষণরত এমএড শ্রেণীর প্রশিক্ষণার্থীদের এক জরিপে ৫০% শিক্ষক এই সমস্যার কথা বলেন এবং ৩০% শিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়ে মামলা চলছে বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা জানান, এ কারণে পেশাগত দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থতা আসছে। বিশেষত, আইনগতভাবে মোকাবিলা করার মতো জ্ঞান-দক্ষতা অনেকেরই নেই। এই সমস্যা প্রতিনিয়ত সন্দেহ নেই, বিষক্রিয়ার মতো দেশের অণুতে-পরমাণুতে প্রবেশ করবে এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কাঠামোকে দুর্বল করে দেবে।

সমস্যাটির আশু সমাধান তাই জরুরী। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে দেয়া হয় প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মূলত শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশক। বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে আইনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। আইনের জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষকদের উৎসাহিত করার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আইনগত সমস্যা সহজে মোকাবিলা করা যেত। দেশের অধিকাংশ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মীদের মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইন শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে আইন শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করলেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটির সদস্য ঢাকা টিটি কলেজের শিক্ষক মুফতি মোঃ ইব্রাহিম।

বাংলাদেশে শিক্ষার ওপর কার্যকর তেমন আইন নেই। যুগের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষকদের ব্যক্তি উদ্যোগে আইন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে আইনকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে শিক্ষা সংক্রান্ত আইনগত সাধারণ সমস্যা সমাধানে অন্য কোন আইনবিদের প্রয়োজন না হয়। এছাড়া প্রয়োজন শিক্ষার সুস্পষ্ট নীতিমালা, যার আলোকে প্রণীত হবে শক্তিশালী শিক্ষা আইন।